

## মুফতি হিলালিঃ অস্ট্রেলিয়ান মুসলমানদের সম্পদ, নাকি বোঝা?

প্রদীপ দেব

শীতকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর তাফসিরুল কোরান মাহফিল হয়। সেখানে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীরা এসে কোরান বয়ানের নামে মেয়েদের সম্পর্কে আজোবাজে কথা বলেন। আগে ভাবতাম শুধু বাংলাদেশের সাঈদীরাই এরকম করেন। কিন্তু না, দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার সব মোল্লার ভাষাই এক। নারী প্রসঙ্গে তাঁদের সবারই মন-মানসিকতা মোটামুটি একই রকম নিম্নমুখী।

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও সাউথ পেসিফিকের মুসলমানদের সর্বোচ্চ ইমাম মুফতি শেখ তাজদ্দিন আল হিলালি সিডনির লেকাস্মা মসজিদে এক ভাষণে ব্যভিচার ও ধর্ষণের ঘটনার জন্য মেয়েদেরকেই দোষারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,

কোন মেয়ে যদি ধর্ষিতা হয়, তারজন্য শতকরা ৯০ ভাগ দায়ী হলো মেয়েটি নিজে। কারণ মেয়েটিই তো ধর্ষিতা হবার রাস্তা তৈরি করে দেয়। সে-ই তো পুরুষকে প্ররোচিত করে। মেয়েরা পোশাক সংক্ষিপ্ত করে, শরীর দেখিয়ে পুরুষকে প্রলুব্ধ করে। উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজগোজ করে, মুখে পাউডার মেখে রাস্তায় গিয়ে পুরুষের সঙ্গে মাখামাখি করে তো মেয়েরাই। সংক্ষিপ্ত পোশাক কখনো উপরে তুলে কখনো নামিয়ে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তারপর চোখের চাহনি, মুখের হাসি, একটা দুটো বাক্য বিনিময়, তারপর আলাপ, তারপর পুরুষের সাথে বেড়াতে যাওয়া - এসবের পর যদি সেখানে কিছু ঘটে - দেখা যায় পুরুষেরই জেল হয়ে যায় ৬৫ বছর। কিন্তু এসবের জন্য দায়ী কে? নারীই তো শুরু করে এসব।

লেখক আল রাফি বলেছেন, আমাকে যদি কোন ধর্ষণের বিচার করতে দেয়া হয়, আমি ধর্ষণকারী পুরুষটির সংশোধনের ব্যবস্থা করবো, কিন্তু ধর্ষিতা মেয়েটিকে সারাজীবন জেলে পুরে রাখার আদেশ দেবো। কেন আপনি ওরকম আদেশ দেবেন জনাব রাফি? উত্তরে রাফি বলেন, মেয়েটি যদি মাংস খুলে না রাখতো তাহলে তো বিড়াল মাংস খেতে পারতো না।

তুমি এক কেজি মাংস কিনে আনলে। তারপর তা ফ্রিজে রাখলে না, পাতিলেও রাখলে না, রান্নাঘরেও রাখলে না। তুমি করলে কী - মাংস প্লেটে করে সাজিয়ে বাইরে রেখে দিলে। তারপর প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া শুরু করে দিলে, কারণ প্রতিবেশীর বিড়াল এসে মাংস খেয়ে গেছে। তুমি পাগল নও? তুমি খোলা মাংস বাইরে রেখে দিলে যদি বিড়াল এসে খেয়ে যায়, তবে কার দোষ সেটা? বিড়ালের? নাকি খোলা মাংসের? দোষ তো ঐ খোলা মাংসের। যদি মাংস ঢাকা থাকতো, যদি মাংস ফ্রিজের মধ্যে থাকতো তাহলে তো বিড়াল ঐ মাংসের পাশে ঘুরঘুর করতো না, মাংস খেতো না। ঠিক সেরকম মেয়েরাও যদি নিজেকে বোরকায় ঢেকে ঘরের ভেতর আড়াল করে রাখে তাহলে ধর্ষণ ঘটবে না।

মেয়েরা হলো শয়তানের সৈনিক। শয়তান মেয়েদের বলে, তুমি হলে আমার দূত। যে কোন পুরুষকে কাবু করে ফেলার জন্য তুমি হলে আমার সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। শয়তান বলে, আমিও যদি কোন পুরুষকে কাবু করতে না পারি - মেয়েরা ঠিকই পারে। মেয়েরা হলো শয়তানের সেরা অস্ত্র।

মুফতি হিলালির মন্তব্য সমর্থন করা কোন সুস্থ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে স্বাভাবিক ভাবেই। অস্ট্রেলিয়ান মুসলমানদের বেশির ভাগই মনে করছেন হিলালির মন্তব্য তাঁদের সামাজিকভাবে পেছনে ঠেলে দিয়েছে। হিলালিকে মুফতি পদ থেকে সরিয়ে দেয়ার দাবী উঠেছে। কিন্তু হিলালি পদত্যাগ করতে অস্বীকার করে উল্টো বলেছেন, হোয়াইট হাউজ থেকে প্রেসিডেন্ট বুশকে সরাতে পারলেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। ধর্মের মধ্যে রাজনীতি টেনে নিয়ে এসে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা মোল্লাদের একটি প্রধান কৌশল।

মিশরীয় বংশোদ্ভূত হিলালি অস্ট্রেলিয়ায় এসেছেন ১৯৮২ সালে। অস্ট্রেলিয়ান ইমিগ্রেশনের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছেন। ১৯৯০ সালে পেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ। সিডনির লেকাম্বায় লেবানিজদের মধ্যে নিজের প্রভাব খাটিয়ে টিকে আছেন - বেশ ভালোভাবেই। অস্ট্রেলিয়ার উদার গণতন্ত্র ও বাক স্বাধীনতার সুযোগে নানারকম গোলমালে মন্তব্য করেছেন মাঝে মাঝেই। একবার বলেছেন - অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দারা নাকি মুসলমান ছিলেন। সে হিসেবে অস্ট্রেলিয়া মুসলমানদের দেশ। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাকে সমর্থন করে তিনি বলেছেন, এটা আল্লাহর নির্দেশে হয়েছে। অচিরেই হোয়াইট হাউজ থেকে আযান শোনা যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি নিধনযজ্ঞ - হলোকাস্টকে তিনি বলেছেন ইহুদিদেরই সাজানো ব্যাপার।

সিডনির লেকাম্বার লেবানিজ মসজিদ অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদ। হিলালি এখানকারই ইমাম। লেবানিজ অধ্যুষিত এলাকা লেকাম্বা অস্ট্রেলিয়ার একটি অপরাধপ্রবণ এলাকা হিসেবেও পরিচিত। মুফতি হিলালি ধর্ষণ সংক্রান্ত ভাষণ দেয়ার পেছনে একটি কারণ আছে। ২০০০ সালে লেবানিজ মুসলমান বিলাল স্কাফ তিনটি গণধর্ষণের নেতৃত্ব দেয়। বিলাল তার বন্ধুদের নিয়ে বিভৎস ভাবে ধর্ষণ করে কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ান তরুণীকে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে বিলালের শাস্তি হয় - ৫৫ বছরের জেল। পরে বিভিন্ন আবেদনের প্রেক্ষিতে সাজা কমিয়ে ৩১ বছরে নামিয়ে আনা হয়। বিলাল এখন সিডনির লং বে জেলে। বিলালের ভাই মোহাম্মদ স্কাফও ধর্ষণের অপরাধে ৩২ বছরের সাজা ভোগ করছে। মুফতি হিলালি লেবানিজদের বোঝাতে চেয়েছেন যে বিলাল বা মোহাম্মদের শাস্তি যা হয়েছে তা তাদের প্রাপ্য নয়। তারা ধর্ষণ করেছে ঠিকই কিন্তু তার জন্য তারা দোষী নয়, দোষী সেই মেয়েরাই - যারা ধর্ষিতা হয়েছে।

মুফতি হিলালি যা বলেছেন এবং করেছেন - সমালোচনার মুখে পড়ে তা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন প্রচার মাধ্যমে। চব্বিশ বছরের বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়ায় থাকার পরেও তিনি ইংরেজি জানেন না। আরবি ভাষায় তিনি ভাষণ দেন, সেজন্য অনুবাদকের সাহায্য নিতে হয় তাঁর সাথে কথা বলার সময়। কদিন আগে দেখা গেলো তাঁর অনুবাদক - তাঁকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে হিলালির কথা ঠিকভাবে অনুদিত হয়নি। হিলালি নাকি বলতে চেয়েছেন - খোলা মাংস খেয়ে গেলে দোষ বেড়ালেরই হবে। কিন্তু এসবিএস রেডিও ও টেলিভিশনের নিজস্ব অনুবাদকমন্ডলী - হিলালির রেকর্ড করা ভাষণ থেকে সরাসরি অনুবাদ করে যা পেয়েছেন তার সাথে হিলালির নিজস্ব অনুবাদকের কথা মেলে না।

এতে একটি জিনিসই আবার প্রমাণিত হয় - ধর্মকে বর্ম করে যাঁরা ব্যবসা করেন - তাঁদের নৈতিকতা খুব একটা সবল নয়। চাপে পড়লে মিথ্যার আশ্রয় নিতে তাঁদের বাধে না। অস্ট্রেলিয়ায় যে মুসলমানরা আছেন তাঁদের বেশির ভাগই কিন্তু অভিবাসী। অন্যদেশ থেকে এসে অস্ট্রেলিয়াকে নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অস্ট্রেলিয়ায় ধর্মীয়ভাবে সবার সমান অধিকার - এবং তা শুধু সংবিধানে নয় - বাস্তবেও সবাই

সে স্বাধীনতা উপভোগ করে। অস্ট্রেলিয়ায় বসে প্রকাশ্যে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বিষোদগার করার স্বাধীনতাও আছে এখানে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহার করে চলেছেন এই হিলালিরা। এরা কি সাধারণ মানুষের কোন উপকার করছেন আসলে? এদের কারণেই একটা পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরি হচ্ছে।

মুফতি হিলালি যা বলেছেন তার সাথে অস্ট্রেলিয়ান মুসলমানদের বেশির ভাগই একমত নন। তাহলে মুফতি হিলালি কীভাবে সকল মুসলমানের প্রতিনিধি হলেন? সর্বশেষ খবর অনুযায়ী হিলালি ছয় মাস চুপ করে থাকবেন বলেছেন। কিন্তু তারপর? অন্য কোন হিলালি তো আসবেন এ পদে। তিনি কী করবেন? একই কাজ করবেন?

পৃথিবীতে ইসলাম সহ আরো অনেক উপাসনা ধর্ম আছে। কিন্তু শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের মোল্লারাই প্রকাশ্যে মেয়েদের সম্পর্কে এত বাজে কথা বলেন। কারণে অকারণে পুরো জাতিকে পেছনের দিকে টেনে রাখার চেষ্টা করেন। প্রচন্ড গতিশীল এ যুগে আমি আমার মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম কি রাখলাম না তা কি এতই দরকারী বিষয়?

অস্ট্রেলিয়ার রাস্তাতেও বোরকায় ঢাকা মহিলার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু হিলালিরা যখন বলেন - এরকম পোশাক পরলে ধর্ষণের হাত থেকে বাঁচা যায় - তখন তাঁরাও খুব অপমানিত বোধ করেন। কারণ তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে - তাঁরা কি মানুষ নন, শুধুই মাংস? বোরকা খুললেই কি তবে তাঁদের হতে হবে ধর্ষণের শিকার! এবং সে ধর্ষণের জন্য দায়ী হবেন তাঁরা নিজেরাই!!

অস্ট্রেলিয়ার মুসলমানদের বোঝার সময় এসেছে যে মুফতি হিলালি তাঁদের সম্পদ তো অবশ্যই নয়, বরং বিরাট বোঝা - যা ঝেড়ে না ফেললে সামনে এগোনো সম্ভব নয়।

৬ নভেম্বর ২০০৬  
ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া